

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
দিনাজপুর জেলা কার্যালয়
ঈদগাহ আবাসিক এলাকা, কতোয়ালী, দিনাজপুর
www.doe.gov.bd

অবস্থানগত ছাড়পত্র

ছাড়পত্র নং: ২২.০২.২৭০০.৪৩১.০৭০.০৩৮.২৫.৮

অবস্থানগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো:

প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	: Laziz Agro Limited
উদ্যোক্তার নাম	: Nahid Sarwar
সনাক্তকরণ নং	: 311838
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম	: Edible Oil Mill (Except for refining).
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী	: Yellow
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা	: Mokhlespur, Tetultola, Birol, Dinajpur
প্রদানের তারিখ	: ০৫ জানুয়ারী ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	: ০৪ জানুয়ারী ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ



এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে, অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বি.দ্র. এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

সনাক্তকরণ নং: 311838

Laziz Agro Limited
lazizagroltd@gmail.com
Application ID: 737430

ছাড়পত্র নং:
২২.০২.২৭০০.৪৩১.০৭০.০৩৮.২৫.৮

হলুদ শ্রেণি:

অবস্থানগত ছাড়পত্র

(ক) বিশেষ শর্তসমূহ:

১. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমিতে স্থাপিত শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য:

প্রস্তাবিত/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প	মোট জমির পরিমাণ	জমির পরিমাণ একক
Laziz Agro Limited	30.00	Decimal

২. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য:

ক্রমিক নম্বর	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের নাম	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের পরিমাণ (ঘণ্টা/ দৈনিক/ মাসিক/ বার্ষিক)	পরিমাণ
১.	সরিষার তৈল	দৈনিক	৫৬০ কেজি
২.	খৈল	দৈনিক	১০০০ কেজি
৩.	গমের আটা ও ভুট্টার আটা	দৈনিক	৮২০ কেজি
৪.	হলুদ গুড়া	দৈনিক	৪১০ কেজি
৫.	মরিচ গুড়া	দৈনিক	২৭০ কেজি
৬.	ধনিয়া গুড়া	দৈনিক	১১০ কেজি
৭.	জিরা গুড়া	দৈনিক	৫৫ কেজি
৮.	গরম মশলার গুড়া	দৈনিক	১৩ কেজি

৩. কারখানার গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য ফিউম হুড/ একজস্ট ফ্যান এবং চিমনি স্থাপন করতে হবে।

৪. কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য অয়েল গ্রিজ ট্রেপসহ সোকপিট নির্মাণ করতে হবে।

৫. কারখানার পয়বর্জ্য নির্গমনের জন্য যথাযথ ক্ষমতার সোকপিটসহ সেপ্টিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(খ) সাধারণ শর্তসমূহ:

১. প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম দ্বারা কোনোভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু) দূষণ করা যাবে না।

২. পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি ব্যতীত উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম বৃদ্ধি, নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন, জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর তফসিল-১ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে সম্ভাব্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্মাণ সামগ্রি ঢেকে রাখতে হবে এবং উন্মুক্ত স্থান হতে সৃষ্ট ধূলা-বালি নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট সময় পর পর পানি স্প্রে করতে হবে;

৫. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে সোলার পাওয়ারসহ ও লাইটিং কাজে এনার্জি সেভিং বাস ব্যবহার করতে হবে।

৬. ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকল্পে Rain water harvesting System গড়ে তুলতে হবে।

৭. প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের কর্মরত স্টাফ/ কর্মচারী/ শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

৯. প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০. অবস্থানগত ছাড়পত্রের মূলকপি প্রতিষ্ঠানটিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে তা প্রদর্শন করতে হবে।

১১. প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পর পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

১২. পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু বা প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/ অনাপত্তি/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

১৪. এ ছাড়পত্র ২(দুই) বছরের জন্য প্রযোজ্য। ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।
১৫. এ ছাড়পত্র প্রতিষ্ঠানটির ভূমির মালিকানা/ স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
১৬. এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য কিংবা গোপন করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে।
১৭. উপর্যুক্ত শর্ত এবং অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।